যুগান্তর

তারিখ 27 FEB 2015
পৃষ্ঠা ৩

স্কুলে সংজ্ঞাহীন আতংক

নবাবগঞ্জে তিন দিনে ১৭ শিক্ষক-শিক্ষার্থী সংজ্ঞাহীন

স্টাফ রিপোর্টার, *নবাবগঞ্জ*

ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার দৌলতপুরের কবি নজরুল উচ্চবিদ্যালয়ে গত তিন দিনে ১ শিক্ষক ও ১৬ শিক্ষার্থী সংজ্ঞাহীন হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার গুরুতর আহত ৩ জনকে নবাবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। উপজেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তার নির্দেশে বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকছে বিশেষ মেডিকেল টিম। কয়েক দিনের আতংকে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি কমে গেছে। আতংকিত অভিভাবকরাও।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার থেকে বিদ্যালয় চলাকালীন ষষ্ঠ শ্রেণীর মুক্তা ও ইতি আক্তার নামে দুই ছাত্রী হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। সেসময় স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে তাদের সুস্থ করা হয়। বুধবার বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সুধা রানী চক্রবর্তী, শিক্ষার্থী সাবিরা, মিম, হালিমা, পিয়াসি, লামিয়া, লিজা, কামনা, বাবলী, মাহমুদা, সুবর্ণা সংজ্ঞাহীন হয়ে অসুস্থ হলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আলমগীর হোসেনকে অবহিত করেন। ইউএনও'র নির্দেশে ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসকরা শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা দেন। বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী সানজিদা আক্তার অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাৎক্ষণিক মালিকান্দা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সোনিয়া আক্তার, দৌলতপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ইভানা আক্তারসহ তিন সদস্যের মেডিকেল টিম ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। এরই মধ্যে ইমন, সুফিয়া, মারিয়া, হালিমা অসুস্থ হয়ে পড়ে। বৃহস্পতিবার বিকালের দিকে গুরুতর অসুস্থ সুফিয়া, মারিয়া, হালিমাকে নবাবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

সরেজমিন বিদ্যালয় ঘুরে দেখা গেছে, বিদ্যালয়ের উঠান বালি দিয়ে ভরাট করা। শ্রেণীকক্ষগুলো টিন ও কাঠের তৈরি। বৈদ্যুতিক পাখা থাকলেও টিনের চালা ভেদ করে সূর্যের প্রখর তাপ শ্রেণীকক্ষে। এ সময় কয়েক ঘন্টার মধ্যে ৫ শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ে উপস্থিত বলেন, সবাই বলছে স্কুলে ভূতে আসর করছে, তাই ওরা অজ্ঞান হয়ে পড়ছে। নাতনি ক্লাসে আছে, কোন সময়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে তাই স্কুলেই আছি।

কবি নজরুল উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. আনিসুর রহমান জানান, পরিস্থিতি খুব ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। অভিভাবক-শিক্ষার্থীরা আতংকিত হয়ে পড়েছে। এতে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি কমে গেছে।

নবাবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা তপন কান্তি সরকার বলেন, উঠানের বালুর গরম আর শ্রেণীকক্ষের টিনের গরমে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আতংকিত হওয়ার কিছু নেই। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আলমগীর হোসেন বলেন, বিষয়টি জেনেছি। উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে এ বিষয়ে জানানো হয়েছে। বিশেষ মেডিকেল টিমকে তদারকির নির্দেশ দেয়া হয়েছে।